মোহাম্মদ নির্মল পাল!

কর্ণফুলী বিশেষ প্রতিবেদন

অষ্ট্রেলিয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের গঠিত সিডনীর একটি অরাজনৈতিক সংগঠন একুশে একাডেমীর ইতিহাস খ্যাত সভাপতি ও অষ্ট্রেলিয়ার বুকে প্রথম শহিদমিনার প্রতিষ্ঠাকারী শ্রী নির্মল পাল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্প্রতি নবগঠিত কমিটির কাছে হস্তান্তর করেছেন। একদা জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও উচ্চশিক্ষিত শ্রী নির্মল পাল জন্মগতভাবে একজন বাংলাদেশী সংখ্যালঘু ও উদারমনা হিন্দু। দুসন্তানের জনক নির্মল হাজারো বাংলাদেশীর মত ভাগ্যান্বেষনে এসে স্বপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সংখ্যলঘুর ধর্মীয় যাতনা ও অপমানকে তিনি এই সুদুর প্রবাসে এসেও এড়াতে পারেননি। মুষ্টিমেয় তথাকথিত কিছু সাংস্কৃতিমনা 'বাংলাদেশী মুসলমান' এর আচরণে আরো কিছু দেশপ্রেমী ও সুশিক্ষিত 'বাংলাদেশী হিন্দু'দের মত তিনিও হয়েছেন প্রবাসে সন্ত্রস্থ। 'বাবার আদর্শ' জজ্‌বা করতে করতে যারা সফেন মূর্ছা যান সেরকম পিতৃভক্ত সন্তানদের মুখে 'সংখ্যালঘু' হুমকি শুনে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ দ্বিমুখী নীতি চর্চা ও সুবিধাবাদী সংসারে লালিত সন্তানদের কাছে সুশীল সমাজ ব্যতিক্রম কিছু আশা করেনা। 'ডিমোক্রেজি'তে বিশ্বাসী জাতির-বুবুজানের শাসনামলে একটি উপনির্বাচনে পরিক্ষীত, ত্যাগী নেতা ও সংসদ সদস্য শ্রী পঞ্চানন বিশ্বাসের প্রতি অবিচারের কথা স্মরণ করলে এর উপমা স্ফটিকের মত উজ্জল হয়ে উঠবে। সেই নেতা যদি মাওলানা পঞ্চানন আহম্মদ হতেন তবে 'সংখ্যালঘুর জানের-জান' জাতির-বুবুজান তার বিরুদ্ধে ঐ নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তটি তখন নিতে পারতেন না।

সুবিধা আদায়ে 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' নিজের স্বার্থে আঘাত পড়লে 'হিন্দু-খৃষ্টান গিলে খাই' বলে এ সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'বাংলাদেশী মুসলমান' [অজ-বঙ্গ নেতা] বিভিন্ন সংগঠনের ছত্রছায়ায় অতি সন্তর্পনে ইসলামের বিষাক্ত বীজ অষ্ট্রেলিয়ায় ছড়াচ্ছেন। আব্বাজানের আদর্শে দিক্ষীত দ্বিমুখী এ সকল 'ইসলামিক-গান্ডু'দের বিষয়ে দীর্ঘদিন পর শ্রী নির্মল পাল তার ক্ষোভের ঝাঁপি খুলেছেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচিতির কারণেই তাকে বারবার একুশে একাডেমীর বর্তমান কমিটির একজন শীর্ষ কর্মকর্তার হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। শ্রী নির্মল পাল যদি অবাংলাদেশী হতেন অথবা তাঁর নাম যদি মোহাম্মদ নির্মল পাল হতো তবে তাঁর চেয়ে উচ্চতায় খাটো, শিক্ষার মাত্রায় হাঁটু সমান এবং কর্ম অভিজ্ঞতায় শিশুতুল্য অজ-বঙ্গ ঐ শ্রমজীবি মুসলমান নেতা তার পানে দৃষ্টিপাত করারও ধৃষ্ঠতা দেখাতো না। নির্মল পাল জানিয়েছেন ১৯৮৩-১৯৮৪ সনে উপজেলা পরিষদের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি চট্টগ্রামের চকরিয়াস্থ বদরখালী সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসা ও জামে মসজিদ উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিন্দু হয়েও দেশে-প্রবাসে আজীবন অহিন্দু সাথীদের সাথে কাঁধে কাঁধ রেখে স্বতস্ফুর্তভাবে কাজ করেছেন। হাজার মণ ঘি পুড়েও আপন হতে পারেননি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী ইসলামী জঙ্গি বীজ বপনকারী প্রবাসী ঐ 'বাংলাদেশী মুসলমান'দের কাছে। কারণ, বাংলাদেশে হিন্দু বা খৃষ্টান হয়ে জন্মগ্রহণ করা যেন একটি মানব সন্তানের জন্যে আজন্ম পাপ। মোগল সম্রাজ্যের আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে যেভাবে ততকালীন আরাকান ও মায়ানমারের রাজা-বাদশাহরা তাদের জাতিগত ও সনাতন নামগুলো পরিবর্তন করে নামের আগে পিছে মোহাম্মদ, সুলতান বা আহাম্মদ বসিয়ে দিল্লীর প্রতি তাদের আনুগত্য স্বিকার করতো ঠিক বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরাও বর্তমানে দেশে-বিদেশে ঐ উগ্রবাদী 'অজ-বঙ্গ

মুসলমান' নেতাদের হাত থেকে তাৎক্ষনিক রেহাই পেতে একই কায়দা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কথাগুলো বলতে গিয়ে তিনি বার বার আবেগ ও আতঙ্কে মুষড়ে পড়ছিলেন। চলতি হপ্তায় টেলি-কনফারেন্সে আরো কয়েকজনের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত নির্মলের কথাগুলো কর্ণফুলী সযতনে 'নয়েজ-ফ্রী ডিজিটাল রেকর্ডে' ধারণ করেছে।

শ্রী নির্মল পাল জানিয়েছেন গত ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নব গঠিত কমিটির কাছে তার দায়িত্ব হস্তান্তর করার সময় একজন অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতা মুহুর্মুহু হুমকীতে তাঁকে সন্ত্রস্থ করেন। অজ-বঙ্গ ঐ 'ফেরাউন' নেতা নির্মলকে 'মালাউন' কণ্ঠে অশ্রাব্য বাক্যবানে তার উপরে মৌখিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত ইসলামী জজবায় উত্তেজিত অজ-বঙ্গ ঐ নেতা নির্মলকে হুমকী দেন, 'বাংলাদেশে যাইয়া দেখেন, টের পাইবেন'। উক্ত নেতা জানতেন নির্মল স্বপরিবারে আগামী নভেম্বরে তাঁর বৃদ্ধা মা ও আত্মীয় স্বজনকে দেখতে বাংলাদেশে যাচ্ছেন। অষ্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করেও হুমকীর রাত থেকে আতঙ্কিত নির্মল স্বপরিবারে নিদ্রা হারিয়েছেন। বাবার মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে মধ্যরাতেও তার নাবালিকা কন্যাদ্বয় ভয়ে জেগে উঠেন। অল্প বয়সে শাঁখা-সিঁদুর হারাতে অনাগ্রহী তার সহধর্মিনী জোড়হাতে তাকে মিনতী করছেন এবার বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা বাঞ্চাল করার জন্যে। কারণ দেশে নির্বাচনের হাওয়া বইছে, ইসলামী জঙ্গিদের বসন্ত মৌসুম এখন। আর তাই নির্মল বাংলাদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা ভিক্ষা চেয়ে যোগাযোগ করেছেন ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশী দুতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে। অতিসত্তর বাংলাদেশস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন, অষ্ট্রেলিয়ান জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (ASIO) এবং ফেডারেল পুলিশ (AFP) এর কাছে মুখশধারী অজ-বঙ্গ এই মুসলমান নেতার হুমকীর বিষয়ে স্বপরিবারে তিনি ফরিয়াদ পেশ করবেন বলে জানালেন। নির্মল আশঙ্কা করছেন অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করা এ ধরনের উগ্রবাদী মুসলমান নেতাদের সাথে বাংলাদেশে কোন ইসলামি জঙ্গিবাহিনী অথবা জ্বিহাদী সংগঠনের গোপন যোগাযোগ থাকতে পারে যাদের কাছে 'চ্যারিটি'র নামে প্রবাসে সংগৃহিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে 'সংখ্যালঘু নিধন' মিশনগুলো এস্তেমালের ফরমায়েশ পড়ে। নির্মল আরো বলেছেন যে, উক্ত অজ-বঙ্গ নেতা গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬, এডিসন রোড, ম্যারিকভীল, একটি প্রিন্টিং প্রেসের ভেতর একই কায়দায় নির্মলকে হুমকী দিয়ে বলেছে, 'উনিশ তারিখের পর আপনাকে সিডনীতে খুঁইজা পাওয়া যাইবোনা।' 'হত্যা অতপর লাশ গুম' করা ছাড়া এ বাক্যের আর কোন ব্যাখ্যা হয়না বলে সিডনীবাসী কয়েকজন লজ্জিত ও উদারমনা মুসলমান মন্তব্য করেছেন। নিদ্রাহারা আতঙ্কিত নির্মল গত ১৯ সেপ্টেম্বর উক্ত অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতাকে 'বাংলাদেশে তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদান' ভিক্ষা চেয়ে ইংরেজীতে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। নির্দিষ্ঠ দিনের মধ্যে ঐ আবেদনের সঠিক উত্তর না পেলে তিনি সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে ঐ হুমকী'র 'এ্যানাটোমী' বিশ্লেষন করার জন্যে অগ্রসর হবেন বলে কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন। নির্মল আরো জানিয়েছেন যে তার সভাপতিত্বে নির্মিত পবিত্র ভাষা শহিদমিনারকে 'শিব লিঙ্গ' বলে একই নেতা ও তার কিছু দোসর সিডনীতে ধর্মিয় বিদ্বেষের ধূয়া উড়িয়েছিলেন। 'টেক্সিওয়ালা-সাংবাদিক' এক দোসরের সাথে আঁতাত করে একটি কম্যুনিটি রেডিওতে ধারাবাহিকভাবে ছয় হপ্তা নির্মলের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষনা করেছিলেন। উক্ত অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতা একুশ একাডেমীর ছত্রছায়ায় প্রবাসে 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' চর্চার নামে ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ডলার দান-খয়রাত জোগাড় করেছেন। নির্মলের কাছে এবিষয়ে রক্ষিত প্রমানগুলো সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের কাছে সহসা হস্তান্তর হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের সাইনবোর্ডের আড়ালে এখানকার কোমলমতি বাংলাদেশী মুসলমান শিশু ও কিশোর সম্প্রদায়কে গোপনে কি দিক্ষায় দিক্ষিত করা হচ্ছে তা সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখা দরকার বলে অনেকে এখন মনে করেন। যোগ্যতা থাকা সত্তেও কয়জন হিন্দু বা খৃষ্টান এ সকল তথাকথিত কল্যাণমুখী, ধর্মনিরপেক্ষ ও অরাজনৈতীক সংগঠনের কার্যকরী কমিটিতে এ যাবৎ স্থান পেয়েছেন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে আজ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিডনীতে গজিয়ে উঠা তথাকথিত অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর নেতারা প্রায় প্রতিটি মেলা এবং সভায় পকেটে কাঁটা-কম্পাস ও বোগলদাবা করে জায়নামাজ অথবা চাটাই নিয়ে হাজির হন। অনুষ্ঠান চলাকালে ঈদের জামাতের মত দেখা গেছে অভ্যাগত অন্যান্যদেরকে বিব্রত করে হঠাৎ এরা নামাজের জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে যান। সঙ্গি সহধর্মীনি বা তার ষোড়শী কন্যাটি কি পোষাকে সজ্জিত হয়ে অনুষ্টানাঙ্গনে অনর্গল ঘুরপাক খাচ্ছে অথবা ঠোঁট-রাঙতা (লিপিষ্টিক) বাঁচাতে কত যত্ন করে চটপটি মুখে নিচ্ছে সেদিকে তাদের নজর থাকেনা। কারণ তাদের নজর তখন সপ্ত-আশমানে হুর, গেলমান (সমকামী কচি বালক) ও জান্নাত এর দিকে। বছর চারেক আগে সিডনীর অপেরা হাউজে রুনা লায়লার গান শুনতে গিয়েও ঐ শ্রেণীর কয়েকজন অজ-বঙ্গ নেতাকে দলবদ্ধ হয়ে অপেরা হাউজের একটি ঘুপচীতে নামাজ পড়তে দেখা গেছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐ নেতারা কখনো তাদের সঙ্গি অমুসলিম বন্ধুদের মানসিক অবস্থা বুঝতে চাননা অথবা মেলাতে আগত বাংলাদেশী সংখ্যালঘু কোমলমতি শিশুদের মনে 'চাটাই ও জামাত' বিষয়ক কি প্রশ্ন জাগতে পারে সে বিষয়েও তারা তোয়াক্কা করেন না। তারা মনে করেন, আল্লাহর দীদার আগে, সংখ্যালঘু বন্ধুত্ব পরে। যদি অমুসলিম সাথীরাও তাদের কুমারী মাতা মারিয়া ও ঈশ্বরপুত্র যিশু'র প্রতীক বা মা লক্ষী ও বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর প্রতিমা নিয়ে দলবেঁধে একই অনুষ্ঠানে ঢোল-খরতাল বাজিয়ে আরাধনা শুরু করেন তবে অজ-বঙ্গ নেতারা কিভাবে বিষয়টি নেবেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে নির্মলকে হুমকী প্রদানকারী একুশে একাডেমীর ঐ অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতাও পকেটে কম্পাস ও বোগলে চাটাই নিয়ে সার্বজনীন বিভিন্ন মেলা ও সভা সমিতিতে আল্লাহকে তুষ্ঠ করার মানসে পবিত্র কেবলামুখী হয়ে প্রায় হোঁচট খেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে ভ্রমণ করার আগে সন্ত্রস্থ শ্রী নির্মল পালকে এ্যাফিডেভিট করে স্বপরিবারে যেন নাম বদল করতে না হয় এবং ভ্রমণ করতে গিয়ে কোন প্রবাসী ইসলামি জঙ্গি এজেন্টের ঈশারায় যেন নিজ মাতৃভুমিতে তিনি অপহৃত, আক্রান্ত বা নিহত না হন, সে কামনায় কয়েকজন সহানুভুতিশীল বাংলাদেশী তাঁকে আশির্বাদ করছেন। বৃক্ষ বাঁচলে শাখা বাঁচবে, দেশ বাঁচলে জনগন বাঁচবে। তাই দেশমাতা অষ্ট্রেলিয়াকে বাঁচাতে সমাজে লুকিয়ে থাকা ইসলামি-জঙ্গি চেতনা সৃষ্টিকারী এসকল 'অজ-বঙ্গ মুসলমান নেতা'দের এখন চিহ্নিত করা দরকার। নির্মল পালের রেকর্ডেড দীর্ঘ সাক্ষাৎকার শোনার পর কয়েকজন দেশপ্রেমী ব্যক্তি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েন এবং মন্তব্য করেন যে, 'ইসলামী জিকীর ও জজবায় উত্তেজিত' কমিউনিটির এসকল নেতাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও ব্যক্তিগত 'মুভমেন্ট' এর উপর কড়া নজর রাখার জন্যে সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান নিরাপত্তা সংস্থার কাছে দেশপ্রেমী যে কারো ফরিয়াদ করা দরকার।'

বিঃ দ্রঃ

*** ASIO এবং AFP সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ঠিক জায়গামত উপরে টোকা মারুন। আগামী যেকোন সংখ্যায় শ্রী নির্মল পালের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং একুশে একাডেমীর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও সত্যবাদি আবদুল ওহাবের রেকর্ডেড স্বিকারক্তি একই সাথে প্রকাশ করা হবে। আবদুল ওহাব মুসলমান হয়েও ন্যায়ের পক্ষে কর্ণফুলীর কাছে তাঁর রেকর্ডেড-সাক্ষ্য দিয়েছেন।